মাছ

তপনকর ভট্টাচার্য

বুড়ো আমার কাছে টাকা ধার চাইলে আমি দিয়ে দিলাম। এই টাকা ও কোনদিন শোধ দেবেনা জেনেও। এর আগে যতব ার নিয়েছে, ফেরত দেবার নাম করেনি। প্রত্যেকবার, যেন এই প্রথম চাওয়া, এভাবেই চেয়েছে। আমিও প্রথম দিচ্ছি এই ভেবে দিয়েছি।

কবে যে আমার ধার দেওয়া আর বুড়োর টাকা নেওয়া শু মনে নেই। যেদিন থেকে আমার অনেক টাকা তারই কাছাকাছি একটা সময় হবে। অনেক অনেকদিন আগে, হতে পারে স্কুলে পড়ার সময় থেকে। মোটামুটি ক্লাস সেভেন এইটে পড়ার সময় থেকেই টিফিন খরচের পয়সা আমার পকেটে। বুড়োকে তখনও পয়সা ধার দিতাম। বুড়ো আজ যেমন, সেই স্কুলজীবনেও একইরকম।

তখন অন্য প্রয়োজন। সে কারণে অন্য ভাষা। কৈশোরের সে সব কথায় ফুচকা আলুকাবলি ঝালমুড়ি টোপাকুল। কখনও রঙিন মারবেল বা লাট্টু অথবা লাল রবারের বল। আমার পকেটে পয়সা আর বুড়োর কোন পকেট নেই।

শালপাতার ঠোঙা থেকে ফুচকা একটার পর একটা আমার মুখে। পাশে বুড়ো ফুচকা ধার চাইল। তারপর ঝালমুড়ি অথব া আলুকাবলি।

তখন থেকে বুড়ো আমার সঙ্গী। আমার আশেপাসে কিন্তু আড়ালে। শুধু টাকা ধার নেওয়ার সময় আমার কাছে এসেছে। তারপর অদৃশ্য। অথচ আমি ওর গতিবিধি টের পাই। ওর একটা গর্ত আছে। যখন যেখানে যায় গর্তটা সঙ্গে নিয়ে যায়। ট াকা ধার নিয়ে ওই গর্তের ভেতর ঢুকে পড়ে।

যেমন আজ, ছুটির দিনের সকালের পরটা আলুচচ্চড়ি শেষ করে গরম চা জিভে ঠেকাতেই সামনে বুড়ো। সাদা পাজামা ময়লা হতে হতে বহুরঙে বিবর্ণ। গাঢ়রঙের গেঞ্জীতেও ময়লার বিবর্ণ রঙ। বলল, একশ টাকা দিবি?

একশ কেন, দুশ চাইলেও অখুশী হতাম না, পাঁচশ ছশ পর্যন্ত আমি রাজী। এরকমই হাসি লেগে থাকত আমার ঠোঁটে টাকা দেওয়া নেওয়ার সময় আমাদের মধ্যে কোন কথা হয়না। আমার হাসি আর বুড়োর কুণ্ঠিত মুখ--- এটুকুই ঘটনা। প্রতিবার টাকা নিয়ে চলে যাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় আর ঘাড় নাড়ে। তার মধ্যে, এবার তবে আসি গোছের কিছু জানানোর চেষ্টা।

আজ সবটুকু ছিল আগের মত বা অনেকগুলো এরকম ধার দেওয়া মুহূর্তের মত। একটাই রকমফের এবং সেখানে যেটুকু বিপত্তি। এই প্রথম ও টাকার ধার চাইতে বাড়ি পর্যন্ত। যার ফলে গৌরীর দেখে ফেলা।

গৌরী আজ সব দেখেছে। এযাবৎ বুড়ো আমার অফিসে বা আসা যাওয়ার পথে, কখনও ব্যাসস্ট্যান্ডে দেখা করত। আমার পরিচিত তৃতীয়পক্ষের সামনে কখনো ধার চায়নি।

কিছুদিন ধরেই আমার ইচ্ছে হচ্ছিল বুড়ো যেন এভাবে লুকিয়ে না থাকে। ওকে সবার সামনে নিয়ে এসে পরিচয় করাতে চ াইছিলাম।

সে কারণে আজ প্রকাশ্যে টাকা ধার চাওয়ার খুশী হয়েছিলাম। আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে সকলের আলাপ হবে।

লোকটা কে?

আমার ছেলেবেলার বন্ধু।
টাকা চাইল, অমনি দিয়ে দিলে? আগে কখনো দেখিনি তো! নাম কি?
বললাম তো ছেলেবেলার বন্ধু।
নাম নেই?
গৌরী গড়গড় করে অনেকগুলো নাম বলল। সব আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বাবলু, স্বপন, প্রবীর, শংকর, বিদ্যুত, কেষ্ট, দিলু, গোপাল।
সবার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়। কিন্তু ওই নামে তোমার কোন বন্ধু আছে আগে বলনি তো?
বুড়োর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলে এই সমস্যায় পড়তে হত না। কিন্তু গৌরী যেভাবে চেপে ধরেছে উত্তর দিতেই হবে। বললাম, বুড়ো আমার আরো আগের, সত্যিকারের ছেলেবেলার বন্ধু। বলতে পারো জন্মমুহূর্ত থেকে ও আমার বন্ধু।
জন্মমুহূর্ত থেকে! গৌরীর নাক দিয়ে ঝেড়ে ফেলা শব্দটা ব্যঙ্গবিদ্রূপ রাগ তাচ্ছিল্য হয়ে আমার দিকে ধেয়ে এল।
আগে কখনো দিয়েছ?
অনেকবার। প্রায়ই দিই। আর তো কেউ চায় না, একমাত্র বুড়ো আমার টাকা চাওয়ার বন্ধু।
ফেরত দেয়?
কোনদিন না। আমিও চাই না। এই যে দিই, ভাল লাগে বলেই তো ---
গৌরীর চোখের ভাষা বদলে যাচ্ছে। হতাশভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করল। টুকরো টুকরো কথা ওর ঠোঁট থেকে। কানে এলেও বুঝতে পারলাম না। তবে বেশ রেগে গেছে।
বুড়ো আমার টাকা দিয়ে মদ কিনে খায়। ও মদ খেলে আমার নিজেকে মাতাল মনে হয়। শরীরে দোলা লাগে। ঘোরলাগা চোখে গৌরীকে দেখি। তখন বাড়িটা লাল নীল মাছ ভর্তি এ্যাকোরিয়াম হয়ে যায়। গৌরীর ঘরকন্না সংসার সব রঙিন ল াগে। মাছের মধ্যেগৌরীও থাকে। কিন্তু তাতে আলাদা করতে পারি না। গৌরী ভেবে ভুল করে অন্য মাছেদের সঙ্গে গল্প করি। সাঁতার কাটি। গৌরীকে চিনতে পেরেও ইচ্ছে করে ভুল করি। ভুল করার অভ্যাস হয়। অপেক্ষায় থাকি, আবার কবে বুড়ো আসবে। টাকা ধার নিয়ে বুড়ো আবার কবে মাতাল হবে।
বুড়ো মদ খেয়ে নীরাদির বাড়ি যায়। নীরাদির স্বামী বিদেশে। নীরাদির অঢেল টাকা। বিরাট বাড়ি। বাড়িতে অনেক চাকর, কাজের লোক। নীরাদি সোফায় বসে থাকে আর বুড়ো কার্পেটে। বুড়ো কাঁদে। নীরাদি বুড়োর চুলে বিলি কেটে আদর করে।
বুড়ো মদ খেলে আমি এসব স্পষ্ট দেখতে পাই। নীরাদিকে বুড়ো চেয়েছিল বিয়ে করতে। নীরাদি ওর থেকে বয়সে বড় অ ারঅপূর্ব সুন্দরী। নীরাদির বর বিয়ের পর জার্মানীতে চলে গেলেও নীরাদি যায়নি। বুড়ো কবে মদ খাবে সেই অপেক্ষায় নীরাদিও বসে থাকে। মদ না খেয়ে বুড়ো ওখানে যায় না।
বুড়ো এখনও মদ খায়নি। ওর মদখাবার সময়টা আমি ঠিক ধরতে পারি। ও এখন একটা নদীর পাড় ধরে হাঁটছে। আম াদেরছোটবেলার নদীটা পলি কমে বুজে যাওয়ার পর বুড়ো একটা খরস্রোতা নদীর খোঁজ পেয়েছে। বুড়ো তার ধার দিয়ে হাঁটছে। রোদের তাপে ওর শরীরের চামড়া পুড়ে যাবার মত অবস্থা। ওর এখন গাছের ছায়া দরকার। কিন্তু একটাও গাছ নেই। শুধু বালিমাটি আর কাঁকর। সে কথা ভুলে এই ভরদুপুরে বুড়ো কোথাও যেতে চাইছে।
একজন একজন করে ছেলেবেলার বন্ধুরা আসতে শু করল। বাবলু, স্বপন, পল্টু, প্রবীর, শংকর আরো অনেক।
বাবলু বলল ঃ আমার মেয়ের বিয়ে। কিছুটা টাকা ধার দিবি?
প্রবীর বলল ঃ আমার বউ - এর অসুখ। কিছু টাকা ধার দে।
পল্টু বলল ঃ আমি বাড়ি করব।
শংকর গাড়ি কেনার জন্য টাকা ধার চাইল। আমার চারপাশে আমাকে ঘিরে ওরা টাকা চাইতে থাকল।
অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। এরা কেউ মাতাল হতে চায় না। মদ খাবার জন্য টাকা চাইছে না।
আমি বললাম, আমার সব টাকা বুড়োর জন্য। বুড়ো টাকা নিয়ে মদ খায়। ও মদ খেলে আমি মাতাল হই। তখন আমি সঁ

াতার কাটি। অনেক মাছ, তাদের সঙ্গে আমিও মাছ হয়ে যাই।
বাবলু বলল ঃ তুই ব্যাভিচারী।
প্রবীর বলল ঃ তুই চরিত্রহীন
পল্টু বলল ঃ তুই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শংকর আমাকে গালি দিলে। ওরা সবাই আমার চরিত্র নিয়ে বলে যেতে থাকল।
গৌরী বলল, তোমার পেটে পেটে এত! আমার বুঝতে দেরী হল। আমাদের কত টাকা, গাড়ি বাড়ি আমার গয়না - সব কিছু কার জন্য? আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠছে। তোমার জন্য তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। তোমার কি কোন কর্তব্য নেই?
বুড়োকে টাকা দেওয়া কি অপরাধ?
অপরাধ নয়? সবাই একসঙ্গে গর্জন করে উঠল।
আমি অবাক হয়ে গেলাম। ব্যক্তিগত ভাললাগার উপর সকলের খবরদারী। এতগুলো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।
তোকে পাগলাগারদে দেওয়া উচিত।
তোকে সকলে বয়কট করবো।
তোকে পুলিশে দিয়ে শায়েস্তা করা দরকার।
গৌরী বলল, আপনারা আজ এখানেই দুপুরের খাওয়া খেয়ে যাবেন। গাড়ি নিয়ে চাকার হোটেল গেছে হোটেল থেকে খাবার আসছে। বিরিয়ানি কাবাব।
আর তখনই বুড়ো মদ খাওয়া শু করল। আমি নেচে উঠলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি মাতাল হব।
ধীরে ধীরে বাড়িটা এ্যাকোরিয়াম হয়ে গেল। আমি সাঁতার কাটতে শু করলাম।
অনেক অনেক রঙিন মাছ। লাল নীল সবুজ কালো। তার মধ্যে নীরাদি। নীল মাছ হয়ে একা একা দূরে দূরে। কিছুতেই নীরাদির কাছে যেতে পারছি না। অন্য রঙের মাছেরা আমাকে ঘিরে রেখেছে। নুড়ি পাথরের আড়ালে একটা ছোট্ট বাড়ির মধ্যে নীরাদি ঢুকে যাচ্ছে। আমি প্রাণপণে সেদিকে এগোতে থাকলাম।
নীরাদি ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে। আমাকে বলল, আয়। কাছে আছ।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com